তৃতীয় অধ্যায়

মুনি-ঋষি ও ধর্মগ্রন্থ

❑ অধ্যায়টি পড়ে জানতে পারব

- ❍ লোভ-লালসা জয় করার উপায়
- ❍ মুনি-ঋষি হওয়ার উপায়
- ❍ ঋষিদের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ
- ❍ নারী ঋষির পরিচয়

❑ অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

প্রাচীনকালে অনেক ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁদের অনেকে অরণ্যে বসে ঈশ্বরের তপস্যা করতেন। তপস্যার ফলে তাঁরা লোভ–লালসা জয় করতেন। তপস্যার মাধ্যমে তাঁরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতেন। তাঁদের বলা হতো মুনি। আর এসব মুনির মধ্যে যারা তপস্যাবলে বেদমন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো ঋষি। কয়েকজন বিখ্যাত মুনি-ঋষি হলেন– অত্রি, কশ্যপ, গৌতম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কণ্ব, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি। ঋষিদেরকে ব্রহ্মর্ষি, বেদর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কান্ডর্ষি, শ্রবতর্ষি ও রাজর্ষি এ সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। মুনি-ঋষিরা সব সময় জগতের ও সকলের মঙ্গল কামনা করেন। ঋষি বিশ্বামিত্র ও বিদুষী গার্গীর জীবনী থেকে আমরা ত্যাগ ও কষ্ট সহিষ্ণুতার শিৰা নিতে পারি। সেই সাথে আমরা এই নৈতিক শিৰা পাই যে, বাহুবলের চেয়ে তপোবল বড়। অস্ত্র বলের চেয়ে জ্ঞানবল অনেক বড়।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মুনি-ঋষিরা অরণ্যে বসে ——— তপস্যা করতেন।

২। মুনিরা ধর্ম সম্পর্কে অনেক ——— লাভ করেছিলেন।

৩। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় ———।

৪। বিশ্বামিত্র ——— নামেও পরিচিত ছিলেন।

৫। আমরাও বিশ্বামিত্রের মতো মানুষের ——— করব।

৬। ব্রহ্মবিদ্যায় ——— গার্গী ছিলেন অগ্রগণ্য।

উত্তর : ১। ঈশ্বরের ২। জ্ঞান ৩। মন্ত্র ৪। কৌশিক ৫। মঙ্গল ৬। বিদুষী

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। বশিষ্ঠ ছিলেন একজন	কামধেনু।
২। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন	গার্গী।
৩। যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন	ত্যাগী।
৪। মুনি-ঋষিরা ছিলেন	ব্রহ্মর্ষি।
৫। মুনি-ঋষিদের কাছে আমরা শিখি	কষ্টসহিষ্ণুতা।
	মৈত্রেয়ী।

উত্তর:

১। বশিষ্ট ছিলেন একজন **ব্রহ্মর্ষি।**

২। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন **কামধেনু।**

৩। যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন **গার্গী।**

৪। মুনি-ঋষিরা ছিলেন **ত্যাগী।**

৫। মুনি-ঋষিদের কাছে আমরা শিখি **কষ্টসহিষ্ণুতা।**

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। ঋষিদের কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. চারটি খ. পাঁচটি

গ. ছয়টি ✓ঘ. সাতটি

২। মুনি-ঋষিরা কেন তপস্যা করেছেন?

ক. ধনী হওয়ার জন্য

খ. রাজা হওয়ার জন্য

✓গ. মানুষের মঙ্গল করার জন্য

ঘ. নিজের আনন্দের জন্য

৩। বহুদক্ষিণ যজ্ঞে কী করা হতো?

✓ক. অনেক দান করা হতো

খ. যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হতো

গ. আর্তের সেবা করা হতো

ঘ. আত্মীয়দের খাওয়ানো হতো

৪। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ও বিদুষী গার্গীর জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই–

ক. বাহুবল বড় খ. জনবল বড়

গ. অস্ত্রবল বড় ✓ঘ. তপোবল বড়

৫। ব্রহ্মবাদিনী বলতে আমরা কাকে বুঝি?

ক. যিনি জ্ঞান চর্চা করেন

খ. যিনি ব্রহ্মচিন্তা করেন

গ. যিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেন

✓ঘ. যিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. মহর্ষি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উত্তর : মহর্ষি বলতে বোঝানো হয়েছে যাঁরা ঋষিদের মধ্যে প্রধান ও মহান।

২. যেকোনো দুই শ্রেণির ঋষির বর্ণনা দাও।

উত্তর : ব্রহ্মর্ষি : ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে যাঁদের বিশেষ জ্ঞান আছে তাঁরা ব্রহ্মর্ষি। যেমন– বশিষ্ঠ।

রাজর্ষি : রাজা হয়েও যিনি ঋষি তিনি রাজর্ষি। তিনি ঋষির মতো জ্ঞানী। ঋষির মতো আচরণ করেন। যেমন– রাজা জনক।

৩. যাজ্ঞবল্ক্য সহস্র গাভী গ্রহণের দাবি করলেন কেন?

উত্তর : 'বহুদৰিণ যজ্ঞ'–এ রাজা জনক ঘোষণা করলেন, 'এ যজ্ঞ সভায় যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁকে আমি এক সহস্র গাভী দান করব।' জনকের এই ঘোষণা শুনে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী দাবি করে সহস্র গাভী গ্রহণ করার দাবি করলেন।

৪. কী নিয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও বিদুষী গার্গীর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল?

উত্তর : ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও বিদুষী গার্গীর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল।

৫. পাঁচজন মুনি-ঋষির নাম লেখ।

উত্তর : পাঁচজন মুনি-ঋষির নাম হলো– অত্রি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও গার্গী।

৬. পাঁচজন নারী ঋষির নাম লেখ।

উত্তর : পাঁচজন নারী ঋষির নাম হলো– গার্গী, ঘোষা, বিশ্ববারা, অপালা ও লোপামুদ্রা।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কাদের মুনি-ঋষি বলা হতো?

উত্তর : প্রাচীনকালে অনেক ধার্মিক লোক তপস্যার দ্বারা লোভ-লালসা জয় করে বিশেষ জ্ঞান লাভের মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতেন। সেই সাথে তাঁরা ধর্ম সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তাঁদের মুনি বলা হয়। আর ঋষি বলা হতো সেইসব মুনিদের যাঁরা তপস্যাবলে বেদমন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন। মুনি-ঋষিরা ছিলেন সেকালের শিৰক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের উদ্ভাবক।

২. বিশ্বামিত্র রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন?

উত্তর : বিশ্বামিত্রের ধারণা ছিল যে ৰত্রিয়রা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। বশিষ্ঠের কামধেনুর ৰমতা দেখে অভিভূত হয়ে বিশ্বামিত্র তা ছিনিয়ে নিতে বশিষ্ঠের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু যুদ্ধে বিশ্বামিত্র পরাজিত হয়ে উপলব্ধি করলেন যে, ব্রাহ্মণের তপস্যাই শ্রেষ্ঠ

শক্তি। তাই তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশায় রাজ্য ছেড়ে তপস্যায় চলে গেলেন।

৩. বিশ্বামিত্র কোন ঋষির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন? কেন?

উত্তর : বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

একবার রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্য–সামন্তসহ শিকারে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে খুব পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ও পিপার্সাত হয়ে পড়েন। তখন কাছেই থাকা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে রাজা বিশ্বামিত্র সৈন্যসহ আশ্রয় নিলেন। কামধেনুর সহায়তায় সবার ভালো খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থা হলো। বশিষ্ঠের এই কামধেনুর কাছে যা চাওয়া হতো তা–ই পাওয়া যেতো। তখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের এ কামধেনুটি কামনা করলেন। বিনিময়ে তাঁকে এক হাজার গাভী দিতে চাইলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ এতে সম্মতি না দিলে বিশ্বামিত্র তা জোরপূর্বক নিতে চাইলেন। তখন কামধেনুর ৰমতায় অনেক সৈন্যের সৃষ্টি হলো এবং তারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যের সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলো।

৪. যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্য ঋষিরা শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলেন কেন?

উত্তর : রাজা জনক যখন ঘোষণা করলেন যে, যজ্ঞসভায় যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁকে তিনি এক হাজার গাভী দান করনে। তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী দাবি করলেন এবং এক হাজার গাভী গ্রহণ করার কথা বলেন। কিন্তু সবাই তা বিনাবাক্যে মেনে নিলেন না। তখন সবাই যাজ্ঞবল্ককে ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরব করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য সব প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিলেন। তখন অন্য ঋষিরা যাজ্ঞবল্ক্যকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলেন।

৫. ঋষি গার্গী কেন বিখ্যাত হয়েছিলেন?

উত্তর : একবার মিথিলার রাজা জনক এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে অনেক জ্ঞানী-গুণী, মুনি-ঋষি ছিলেন। বিদুষী গার্গীও সেখানে গিয়েছিলেন। রাজা জনক যখন ঘোষণা করলেন যে, তাঁর এই যজ্ঞ সভায় যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁকে তিনি এক সহস্র গাভী দান করবেন। তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী দাবি করেন। কিন্তু অন্য মুনি-ঋষিদের সবাই তা বিনাবাক্যে মেনে নেননি। শুরব হয় বিতর্ক। একের পর এক প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর পাওয়ায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে গার্গীর বিষয় ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। গার্গী ব্রহ্মজ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন করলেন। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলেন কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যায় গার্গীর ছিল প্রচুর জ্ঞান। তাই সবাই তাঁকে ব্রহ্মবাদিনী বলে স্বীকার করে নিলেন। এ কারণে ঋষি গার্গী বিখ্যাত হয়েছিলেন।

৬. মুনি-ঋষির আদর্শ আমরা অনুসরণ করব কেন?

উত্তর : মুনি-ঋষিরা তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের অনেক গুণ ছিল। তাঁরা সব সময় জগতের ও সকলের মঙ্গাল কামনা করতেন। জগতের মঙ্গালের জন্য তাঁরা নিজের জীবন দান করতেও সচেস্ট ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক জ্ঞানের কথা জানতে পাই। বিশ্বের সকলের মঙ্গালের কথা শুনতে পাই। এজন্য আমরা সকলের মঙ্গাল করার জন্য মুনি-ঋষির আদর্শ অনুসরণ করব।

অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

❑ **ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :**

১) স্রষ্টা, সৃষ্টি, আত্মা, জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান	বশিষ্ঠের
২) কামধেনু ছিল	যাগ-যজ্ঞ করা
৩) কান্যকুব্জের রাজা	বিশ্বামিত্রের
৪) ব্রাহ্মণের কাজ	ব্রহ্মবিদ্যা
	ব্রহ্মবাদিনী

৫) গার্গী	গাধি

উত্তর :

১) স্রষ্টা, সৃষ্টি, আত্মা, জন্ম–মৃত্যু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান **ব্রহ্মবিদ্যা**।

২) কামধেনু ছিল **বশিষ্ঠের**।

৩) কান্যকুব্জের রাজা **গাধি**।

৪) ব্রাহ্মণের কাজ **যাগ–যজ্ঞ করা**।

৫) গার্গী **ব্রহ্মবাদিনী**।

❑ শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় কর :

১) মুনি-ঋষিরা কেবল নিজেদের মঙ্গল কামনা করেন।

২) শ্রবতর্ষিরা অন্য ঋষির কাছ থেকে শুনে শুনে বেদমন্ত্র লাভ করেন।

৩) কামধেনুর হাম্বা হাম্বা ডাকে অনেক হাতি সৃষ্টি হলো।

৪) জনক কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন।

৫) বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছেন জৈমিনি।

উত্তর : ১. 'অ' **২.** 'শু' **৩.** 'অ' **৪.** 'অ' **৫.** 'শু'

❑ শূন্যস্থান পূরণ :

১. ——— দ্বারা মুনি-ঋষিরা লোভ-লালসা জয় করতেন।

২. ঋষিরা ——— প্রকাশ করতে পারতেন।

৩. পরম ব্রহ্মকে যিনি দর্শন করেছেন তিনি ———।

৪. বেদ ——— বাণী।

৫. ৰত্রিয়দের প্রধান কাজ হলো ——— রৰা করা।

উত্তর : **১.** তপস্যার **২.** বেদমন্ত্র **৩.** পরমর্ষি **৪.** ঈশ্বরের **৫.** রাজ্য।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. বেদের কান্ড কয়টি? খ

ক) একটি খ) দুইটি গ) তিনটি ঘ) চারটি

২. বেদ কার বাণী? ঘ

ক) মানুষের খ) দেবতার
গ) দেবীর ঘ) ঈশ্বরের

৩. রাজা হয়েও যিনি ঋষির মতো আচরণ করেন তিনি– ঘ

ক) ব্রহ্মর্ষি খ) দেবর্ষি গ) কান্ডর্ষি ঘ) রাজর্ষি

৪. কে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তপস্যায় চলে গেলেন? ক

ক) বিশ্বামিত্র খ) গাধি
গ) কুশিক ঘ) বশিষ্ঠ

৫. কে রাজা জনকের দরবারে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ হলেন? খ

ক) গার্গী খ) যাজ্ঞবল্ক্য
গ) বিশ্বামিত্র ঘ) নারদ

৬. কোন ঋষির ঈশ্বর সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল? ক

ক) বশিষ্ট খ) নারদ গ) পৈল ঘ) সুশ্রবত

৭. জৈমিনিকে কোন ঋষি বলা হয়? খ

ক) ব্রহ্মর্ষি খ) কান্ডর্ষি গ) রাজর্ষি ঘ) মহর্ষি

৮. ঋষিদের মধ্যে যারা প্রধান তাঁরা হলেন– গ

ক) ব্রহ্মর্ষি খ) দেবর্ষি
গ) মহর্ষি ঘ) কান্ডর্ষি

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনফল : বিতর্কের সীমা সম্পর্কে জানতে পারব।

৯. তোমার বন্ধু জয়দেব ব্রহ্মবিদ্যা সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য শিক্ষককে একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। শিক্ষক তখন তাকে বললেন যে, আগে আমার ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে শোন, তাহলে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। কোথায় প্রশ্ন করার সীমা নির্দেশ করা আছে? গ

ক) গীতায় খ) মহাভারতে
গ) বেদে ঘ) ব্রহ্মবিদ্যায়

১০. বিশ্বামিত্রের ধারণা ছিল ক্ষত্রিয়রা সবচেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত

হয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন তপস্যাই শ্রেষ্ঠ শক্তি। তাহলে কোন বল সবচেয়ে বড়?

ক) বাহুবল খ) অস্ত্র বল
গ) তপবল ঘ) সৈন্যবল

শিখনফল: ঋষিদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারব।

১১. লোকে বলে 'ক' নামক ব্যক্তি অন্য ঋষির কাছ থেকে শুনে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন। এ কারণে তিনি হলেন– ঘ

ক) ব্রহ্মর্ষি খ) মহর্ষি গ) পরমর্ষি
ঘ) শ্রবতর্ষি

১২. পৈল ঋষির মতো হতে হলে তোমাকে কী করতে হবে? গ

ক) ঈশ্বর সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে
খ) ঋষিদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে হবে
গ) ঋষি হওয়ার পাশাপাশি পরম ব্রহ্মকে দর্শন করতে হবে
ঘ) ঋষি হওয়ার পাশাপাশি রাজা হতে হবে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ কী?

উত্তর : ৰত্রিয়দের প্রধান কাজ হলো যুদ্ধ করা ও রাজ্য রৰা করা।

২. ব্রাহ্মণের কাজ কী?

উত্তর : ব্রাহ্মণের কাজ হলো তপস্যা করা ও যাগযজ্ঞ করা।

৩. বিশ্বামিত্র কী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

উত্তর : বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

৪. মিথিলার রাজা যে যজ্ঞে অনেক দান–দক্ষিণা করেন তার নাম কী ছিল?

উত্তর : মিথিলার রাজা যে যজ্ঞে অনেক দান–দৰিণা করেন তার নাম ছিল 'বহুদৰিণ যজ্ঞ'।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১। ঋষিদের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর: ঋষিদের সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কাণ্ডর্ষি, শ্রবতর্ষি ও রাজর্ষি। নিম্নে ঋষিদের এসব প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো–

ব্রহ্মর্ষি– ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে যাদের বিশেষ জ্ঞান আছে তাঁরা ব্রহ্মর্ষি। যেমন– বশিষ্ঠ।

দেবর্ষি– যিনি দেবতা হয়েও ঋষি তিনি দেবর্ষি। যেমন– নারদ।

মহর্ষি– ঋষিদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ও মহান তাঁরা মহর্ষি। যেমন– ব্যাসদেব।

পরমর্ষি– পরম ব্রহ্মকে যিনি দর্শন করেছেন তিনি পরমর্ষি। যেমন– পৈল।

কাণ্ডর্ষি– বেদের কোনো কাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞানী ঋষিদের বলা হয় কাণ্ডর্ষি। যেমন– জৈমিনি বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রুতর্ষি– যাঁরা ঋষিদের কাছ থেকে শুনে শুনে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন তাঁরাই শ্রবতর্ষি। যেমন– সুশ্রবত।

রাজর্ষি– রাজা হয়েও যিনি ঋষি তিনিই রাজর্ষি। যেমন– রাজা জনক।

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

১. মুনি–ঋষির পরিচয় সম্পর্কে যা জান, পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে মুনি–ঋষির পরিচয় লেখা হলো :

১) মুনি–ঋষিদের অনেকেই অরণ্যে বসে ঈশ্বরের তপস্যা করতেন।
২) তাঁদের কোনো লোভ–লালসা ছিল না।
৩) তপস্যার মাধ্যমে তাঁরা বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।
৪) তাঁরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন।
৫) তাঁরা ছিলেন সেকালের শিৰক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ⇨ ধর্মগ্রন্থ

❑ অধ্যায়টি পড়ে জানতে পারব

- ❍ ধর্মগ্রন্থের উদ্দেশ্য
- ❍ ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তু
- ❍ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের নাম
- ❍ ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
- ❍ জীবনে ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও গুরবত্ব

❑ অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

ধর্মগ্রন্থে ধর্মের, ঈশ্বরের ও মানুষের মঙ্গালের কথা থাকে। বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়াও হিন্দুধর্মে আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন– উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। মহাভারত একখানা বিশাল গ্রন্থ। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন ব্যাসদেব। তাঁর মূল নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। কাশিরাম দাস বাংলাভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন। মহাভারতের মূল কাহিনী কুরব–পান্ডবের যুদ্ধ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক কাহিনী–উপকাহিনী। যেখানে সত্যের জয় এবং অসত্যের পরাজয় দেখানো হয়েছে। তাই আমরা সব সময় সত্যের পথে চলব।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মহাভারত একটি ———।

২। সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচনা করেছেন ———।

৩। মহাভারতের মূল কাহিনি ——— যুদ্ধ।

৪। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন ———।

৫। কুরব–পান্ডবের যুদ্ধে ——— অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন।

৬। যেখানে ধর্ম, সেখানেই ———।

উত্তর : ১। ধর্মগ্রন্থ ২। ব্যাসদেব ৩। কুরব-পান্ডবের ৪। জন্মান্ধ ৫। শ্রীকৃষ্ণ ৬। জয়

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়	বিচিত্রবীর্য।
২। শান্তনুর পর রাজা হন	কাজে লাগাব।
৩। অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন	পরাজয়।
৪। অসত্যের হয়	উপদেশ।
৫। কুরব ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল মোট	আঠারো দিন।
৬। মহাভারতের শিক্ষা আমাদের জীবনে	শ্রীকৃষ্ণ।
	ধনদৌলত।

উত্তর:

১। ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয় **উপদেশ**।

২। শান্তনুর পর রাজা হন **বিচিত্রবীর্য**।

৩। অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন **শ্রীকৃষ্ণ**।

৪। অসত্যের হয় **পরাজয়**।

৫। কুরব ও পান্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল মোট **আঠারো দিন**।

৬। মহাভারতের শিক্ষা আমাদের জীবনে **কাজে লাগাব**।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। কে বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন?

✓ক. কাশীরাম দাস খ. কৃত্তিবাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস

২। মহাভারতে কয়টি পর্ব আছে?

ক. দশটি খ. বারোটি
গ. ষোলটি ✓ঘ. আঠারোটি

৩। পাণ্ডুর ছেলেদের কী বলা হয়?

✓ক. পাণ্ডব খ. কৌরব
গ. পৌরব ঘ. সৌরভ

৪। পাণ্ডবরা কতো বছর বনবাসে ছিলেন?

ক. আট খ. দশ
✓গ. বারো ঘ. চৌদ্দ

৫। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ নিলেন কেন?

ক. সত্য রৰার জন্য ✓খ. ধর্ম রৰার জন্য
গ. সম্পদ রৰার জন্য ঘ. বন্ধুত্ব রৰার জন্য

৬। মহাভারত থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

✓ক. ধর্মের জয় হয় খ. শক্তির জয় হয়
গ. ধনদৌলতের জয় হয় ঘ. বুদ্ধিমানের জয় হয়

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. মহাভারতের পাঁচটি পর্বের নাম লেখ।

উত্তর : মহাভারতের পাঁচটি পর্ব হলো–

ক. আদি পর্ব খ. সভা পর্ব,
গ. বন পর্ব ঘ. বিরাট পর্ব
ঙ. উদ্যোগ পর্ব।

২. যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ হিসেবে কে মেনে নিলেন না, কেন?

উত্তর : দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ হিসেবে মেনে নিলেন না। কারণ, তিনি নিজে যুবরাজ হতে চেয়েছিলেন।

৩. মহাভারতের একটি পর্বকে সৌপ্তিক পর্ব বলা হয় কেন?

উত্তর : সুপ্ত শব্দের অর্থ ঘুমন্ত। সৌপ্তিক পর্বে অশ্বত্থামা ঘুমন্ত পাণ্ডব সৈন্যদের হত্যা করেন। তাই এই পর্বের নাম হয় সৌপ্তিক পর্ব। এটি মহাভারতের দশম পর্ব।

৪. পাণ্ডবরা কেন বনে যেতে বাধ্য হন?

উত্তর : শর্ত অনুযায়ী দুর্যোধন–এর সাথে পাশা খেলায় হেরে পাণ্ডবরা বনে যেতে বাধ্য হন। সেখানে তাদের সাথে স্ত্রী দ্রৌপদীও ছিলেন।

৫. যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে কী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন?

উত্তর : যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে ধর্ম, শান্তি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

৬. পাণ্ডবদের রাজত্বকালে কুন্তী কাদের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন?

উত্তর : পাণ্ডবদের রাজত্বকালে কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর ও সঞ্জয়ের সাথে বনে গিয়েছিলেন।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের কী উপকার হয়?

উত্তর : ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের অনেক উপকার হয়। যেমন–

ক) ধর্মের কথা জানতে পারি।
খ) ঈশ্বরের কথা জানতে পারি।
গ) বিভিন্ন জ্ঞানের কথা জানতে পারি।
ঘ) মানুষের মঙ্গলের কথা জানতে পারি।
ঙ) জীবকে সেবা করার শিৰা পাই।
চ) অনেক উপদেশমূলক বাণী জানতে পারি ইত্যাদি।

২. মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের কাহিনি সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : মহাভারতে পঞ্চম পর্ব হলো উদ্যোগ পর্ব। নিচে উদ্যোগ পর্বের কাহিনি সংৰেপে আলোচনা করা হলো : পাণ্ডবরা শর্ত পূরণ করে দ্রৌপদীসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন না। যুধিষ্ঠির তখন পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি গ্রাম চাইলেন। দুর্যোধন তা–ও দিলেন না। কৃষ্ণ উভয় পৰের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তখন পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পৰ যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করল।

৩. যদুবংশ কীভাবে ধ্বংস হয়?

উত্তর : যদুবংশের ধ্বংসের কাহিনি মহাভারতের ১৬তম পর্বে বর্ণিত হয়েছে। নিচে যদুবংশের ধ্বংসের কাহিনি তুলে ধরা হলো :

যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ছত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের বংশ যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। যদুবংশের লোকদের বলা হতো যাদব। যদুবংশ ধ্বংসের কারণ যাদবরাই। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব এবং নারদ দ্বারকায় এলেন। তখন কয়েকজন যাদব মহর্ষিদের সাথে প্রতারণা করার ফন্দি আঁটেন। তাঁরা শাম্বকে মহিলা সাজিয়ে মহর্ষিদের বললেন, দেখুন তো, এর ছেলে না মেয়ে হবে? মহর্ষিগণ প্রতারণা বুঝতে পারলেন। তাঁরা বললেন, 'এর পেট থেকে একটা লোহার মুসল বের হবে এবং তার দ্বারাই যদুবংশ ধ্বংস হবে।' এই মুসলের কারণেই শ্রীকৃষ্ণের সাৰাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়।

৪. 'ভীষ্মের শরশয্যা' বলতে কী বোঝ?

উত্তর : হস্তিনাপুরের কাছে কুরুবৰেত্রে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। কৌরবদের সেনাপতি ছিলেন ভীষ্ম। দশদিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় ভীষ্মের শরীরে এত শর নিৰিপ্ত হয় যে, তার দেহ আর মাটিতে পড়ে না। তিনি শরের উপর শুয়ে থাকেন। ভীষ্মের শরের উপর এই শুয়ে থাকাকেই বলা হয় ভীষ্মের শরশয্যা।

৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : কুরুবৰেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তখন অর্জুনের রথের শারথি শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলেন, এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে তাতে পাপ হয় না। এতে অর্জুনের মন শান্ত হয়। তিনি যুদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এসব উপদেশসমূহই হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু।

৬. মহাভারতের প্রধান শিক্ষা কী?

উত্তর : মহাভারতের মূল শিৰা হচ্ছে সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়। সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। ধর্মগ্রন্থে আমরা আরও দেখি, কেবল নিজের সুখ কামনা করতে নেই। সকলকে নিয়ে সুখী হওয়াই মানুষের লৰ্য হওয়া উচিত।

অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

❑ ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১. যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার আমন্ত্রণ জানালেন	অর্জুন।
	দুর্যোধন।
২. পাণ্ডবদের সেনাপতি	কর্ণ।
৩. ভীষ্মের পর কৌরব পৰের সেনাপতি হন	দ্রোণাচার্য।
৪. অর্জুনের হাতে নিহত হন	যুধিষ্ঠির।
৫. ঘুমন্ত পাণ্ডব সৈন্যদের হত্যা করেন	অশ্বত্থমা।

উত্তর :

১. যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার আমন্ত্রণ জানালেন **দুর্যোধন**।

২. পাণ্ডবদের সেনাপতি **অর্জুন**।

৩. ভীষ্মের পর কৌরব পৰের সেনাপতি হন **দ্রোণাচার্য**।

৪. অর্জুনের হাতে নিহত হন **কর্ণ**।

৫. ঘুমন্ত পাণ্ডব সৈন্যদের হত্যা করেন **অশ্বত্থমা**।

❑ শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয় কর :

১. মহাভারতের প্রত্যেক অংশকে বলা হয় খণ্ড।

২. মহাভারতে মোট ১৬টি পর্ব আছে।

৩. শান্তনুর ছিল একশত ছেলে ও এক মেয়ে।

৪. পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হয়।

৫. কুরুবৰেত্র হস্তিনাপুরে অবস্থিত।

উত্তর : ১. 'অ' **২.** 'অ' **৩.** 'অ' **৪.** 'শু' **৫.** 'শু'

❑ শূন্যস্থান পূরণ :

১. হস্তিনাপুর নামে রাজ্য ছিল ———।
২. ধর্মগ্রন্থে ——— সেবা করার কথা থাকে।
৩. ধর্মীয় উপদেশ মেনে চললে ——— হয়।
৪. বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন ———।
৫. মহাভারতের কথা ——— ন্যায়।

উত্তর : ১. ভারতবর্ষে ২. জীবকে ৩. মঙ্গল ৪. কাশীরাম দাস ৫. অমৃতের।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ <u>সাধারণ</u>

মহাভারত

১. হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ কোনটি? গ

ক রামায়ণ খ মহাভারত
গ বেদ ঘ উপনিষদ

২. সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচনা করেছেন কে? ক

ক ব্যাসদেব খ কাশীরাম দাস
গ বাসুদেব ঘ সুনীত কুমার

৩. ব্যাসদেবের মূল নাম কোনটি? খ

ক রাম দ্বৈপায়ন খ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
গ লৰণ দ্বৈপায়ন ঘ ভীম দ্বৈপায়ন

৪. মহাভারতে মূল কাহিনী কী? ঘ

ক ভারত জয় খ ধর্ম প্রচার
গ অসুর বধ ঘ কুরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ

৫. মহাভারতের ১১তম পর্ব কোনটি? খ

ক সৌপ্তিক পর্ব খ স্ত্রী পর্ব
গ শান্তি পর্ব ঘ মৌসল পর্ব

আদি পর্ব

৬. শান্তনু কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন? ক

ক হস্তিনাপুর রাজ্যের খ বিরাট রাজ্যের
গ কুরববেত্র রাজ্যের ঘ রাম রাজ্যের

৭. কে জন্মান্ধ ছিলেন? ঘ

ক শান্তনু খ দেবব্রত
গ চিত্রাঙ্গাদা ঘ ধৃতরাষ্ট্র

উদ্যোগ পর্ব

৮. কে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন? গ

ক কর্ণ খ ভীষ্ম
গ কৃষ্ণ ঘ অর্জুন

ভীষ্ম পর্ব

৯. কুরুক্ষেত্র নামক প্রান্তর কোথায় অবস্থিত? খ

ক কাশিতে খ হস্তিনাপুরে
গ হিমালয়ে ঘ লঙ্কায়

১০. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কোন পক্ষের সেনাপতি ছিলেন? খ

ক পাণ্ডবদের খ কৌরবদের
গ অর্জুনদের ঘ কৃষদের

শল্য পর্ব

১১. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন পালিয়ে কোথায় লুকিয়ে ছিলেন? ক

ক দ্বৈপায়ন হ্রদে খ বৈকাল হ্রদে
গ সুপিরিয়র হ্রদে ঘ কাস্পিয়ান হ্রদে

মহাপ্রস্থানিক পর্ব

১২. পরীক্ষিৎ-এর পিতার নাম কী? ঘ

ক যুধিষ্ঠির খ অর্জুন
গ দুর্যোধন ঘ অভিমন্যু

স্বর্গারোহণ পর্ব

১৩. স্বর্গে যুধিষ্ঠিরের মন ভালো ছিল না কেন? খ

ক পৃথিবীর মানুষের জন্য খ আত্মীয়–স্বজনদের জন্য

গ কৃষ্ণের জন্য ঘ বলরামের জন্য

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনফল : মহাভারত গ্রন্থের সাথে পরিচিত হতে পারব।

১৪. শিলা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চায়। সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্পর্কে কোন গ্রন্থ থেকে জানতে পারবে? ঘ

ক উপনিষদ খ রামায়ণ

গ পুরাণ ঘ মহাভারত

শিখনফল : মহাভারতের মৌলিক শিৰা লাভ করতে পারব।

১৫. তুমি সত্য বল, ধর্মের পথে চল। তোমার সাথে মহাভারতের কোন চরিত্রের মিল আছে? খ

ক দুর্যোধনের খ যুধিষ্ঠির

গ শকুনি ঘ রাজা শল্য

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. যুধিষ্ঠির রাজা হতে চাইলেন না কেন?

উত্তর : যুধিষ্ঠির রাজা হতে চাইলেন না কারণ যুদ্ধে এত লোকদের হত্যা করে রাজা হওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না।

২. শ্রীকৃষ্ণের বংশকে কী নামে ডাকা হতো?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের বংশের নাম যদুবংশ। যদুবংশের লোকদের যাদব বলে ডাকা হতো।

৩. দেবরাজ ইন্দ্র কাকে স্বর্গে নিতে চেয়েছিলেন?

উত্তর : দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিতে চেয়েছিলেন।

৪. মহাভারতের মূলকথা কী?

উত্তর : মহাভারতের মূলকথা হচ্ছে– সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়। সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই। 'যথা ধর্ম তথা জয়'।

৫. মহাভারত থেকে তুমি কী শিক্ষা পেলে?

উত্তর : মহাভারত থেকে আমি শিৰা পেলাম– সর্বদা সত্য বলতে হবে। ধর্মের পথে চলতে হবে। ধর্ম ও ন্যায়ের প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ সাধারণ

১. ৫টি বাক্যে দ্রোণ পর্ব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : নিচে ৫টি বাক্যে দ্রোণ পর্ব সম্পর্কে লেখা হলো–

১) ভীষ্মের পর কৌরব পৰের সেনাপতি হন দ্রোণাচার্য এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরব হয়।

২) অর্জুন একদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত, অন্যদিকে দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করেন।

৩) অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু তার মধ্যে প্রবেশ করলে সাতজন রথী একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করেন।

৪) অভিমন্যু নিহত হলে অর্জুন ভীষণ ক্রুদ্ধ হন।

৫) যুদ্ধ চলাকালে এক পর্যায়ে দ্রোণাচার্যও নিহত হন।

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

২. কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামে একটি ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থটি আমাদের কাছে কী নামে পরিচিত? বাংলাভাষায় গ্রন্থটি কে অনুবাদ করেন? আমাদের জীবনে উক্ত গ্রন্থের ৩টি তাৎপর্য উল্লেখ কর।

উত্তর: কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে ধর্মগ্রন্থটি আমাদের কাছে মহাভারত নামে পরিচিত। গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করেন কাশীরাম দাস। আমাদের জীবনে মহাভারতের ৩টি তাৎপর্য হলো–

i. মহাভারতের কথা অমৃতের ন্যায়।

ii. মহাভারত পাঠ করলে পুণ্য হয়।

iii. মহাভারত পাঠের মাধ্যমে সত্য ও ধর্মের পথে থাকার শিৰা পাই।